যুগান্তর

9 OCT 2002

4

হাজারো সমস্যায় জর্জরিত চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট

বাংলাদেশের ১৯টি সরকারি পলিটেকনিক ইন্সটিটিউটের মধ্যে দ্বিতীয় বৃহত্তর চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট। বর্তমানে এই ইন্সটিটিউটের সর্বমোট ছাত্রছাত্রী সংখ্যা প্রায় তেরশ'। কিন্তু বর্তমানে এই চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হাজারো সমস্যায় জর্জরিত হয়ে শিক্ষার যথোপযুক্ত পরিবেশ হারিয়ে প্রায় অচল হয়ে পড়েছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটির এসব সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ কারও মধ্যে নেই। সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের পক্ষ থেকে অনেকবার দাবি উঠলেও এর কোনো সুষ্ঠু সমাধান কর্তৃপক্ষ আজ পর্যন্ত দিতে পারেননি।

এই ইন্সটিটিউটের অবকাঠামো আজ প্রায় ধ্বংসের পথে। এর কোন সংস্কার আজ পর্যন্ত হয়নি, বিভিন্ন স্থানে ছাদ ফেটে বর্ষার পানি ক্লাসরুমগুলোতে পড়ে। দরজা-জানালাগুলোর ভগ্নদশা, রাতের বেলা পাখি ঢুকে নষ্ট করছে চেয়ার এবং ড্রয়িং টেবিলগুলো। বহুদিন ধরে সংস্কার না করার দরুন সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে। চেয়ারের স্বল্পতার কারণে কোন কোন কক্ষে ছাত্রছাত্রীদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়।

ক্লাসরুমগুলোতে নেই কোন লাইট, নেই কোন ফ্যান। যে কয়েকটি আছে তাও নষ্ট। মেঘলা দিনে ক্লাসরুমগুলোতে লাইট ছাড়া ক্লাস করা কষ্টসাধ্য। গ্রীষ্মের গরমে ফ্যান ছাড়া ক্লাস করা ছাত্রছাত্রীর জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে। প্রচণ্ড গরম সহ্য করতে না পেরে দু-একজন ছাত্রী অজ্ঞান হয়েও পড়েছিল কিন্তু তারপরও কর্তৃপক্ষের টনক নড়ছে না।

এ তো গেল ক্লাসরুমগুলোর অবস্থা। আরও রয়েছে ইন্সটিটিউটের লাইব্রেরি ও ছাত্রছাত্রীর আবাসিক সমস্যা। লাইব্রেরিতে পর্যাপ্ত পরিমাণে বই না থাকায় অনেক ছাত্রছাত্রী লাইব্রেরি সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যেসব ছাত্রছাত্রী আবাসিক হলগুলোতে থাকছে তারা অন্য কোন উপায় না দেখে নিতান্ত বাধ্য হয়েই থাকছে। কয়েকজন আবাসিক

ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে কথা বলে জানা গেল তাদের সমস্যার কথা। তারা আক্ষেপ করে বলেছে, 'আমাদের সবচেয়ে বড় যে সমস্যা সেটি হল পানির সমস্যা'। আমরা বড়জোর সকাল ৮টা থেকে ৯টা পর্যন্ত চট্টগ্রাম ওয়াসার সাপ্লাইর পানি পাই। কোন কোন দিন একেবারেই পাই না। পানির কারণে আমাদের ক্যাম্পাস থেকে এক-দেড় কিলোমিটার দূরে অপরিচ্ছন্ন পুকুরে গিয়ে গোসল করতে হয়। এমনকি খাবার পানিও সংগ্রহ করতে হয় দূরের কোন টিউবওয়েল থেকে। এই পানির অভাবে হলের ডাইনিংও প্রায় সময় বন্ধ থাকে, রান্না হয় না পানির অভাবে। এ কারণে ছাত্রদের পোহাতে হয় খাবার সমস্যা।

ক্যাম্পাসে ছাত্রছাত্রীদের সামান্য নাস্তা করারও কোন ব্যবস্থা নেই। ভাল হোটেল রেস্টুরেন্ট তো দূরের কথা, নেই কোন ভাল দোকানপাট, একটা ক্যান্টিন ছিল তাও আজ দীর্ঘ আট-নয় বছর ধরে বন্ধ হয়ে আছে। অযত্নে অবহেলায় এই শহীদ জমির-ফরিদ ক্যান্টিনের জীর্ণশীর্ণ অবস্থা। বর্তমানে এই ক্যান্টিনের ভেতরে ও বাইরে কিছু ভ্রাম্যমাণ মানুষ তাদের বসতি গড়ে বহাল তবিয়তে গরু-ছাগল লালন-পালন করছে।

ইন্সটিটিউটের ওয়ার্কশপগুলোর লাখ লাখ টাকার মেশিনারি ও প্র্যাকটিক্যাল সামগ্রী অযত্ন, অবহেলা ও সঠিক রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে রিজেক্টেড হয়ে আছে। কিছু কিছু মেশিন একেবারেই বিকল হয়ে আছে যারা দ্বারা কোন কাজ করাই সম্ভব নয়। ওয়ার্কশপগুলোর অবহেলিত অবস্থার কারণে ছাত্রছাত্রীরা হাতে-কলমে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এতসব সমস্যার কারণে চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট হারিয়েছে তার উপযুক্ত শিক্ষার পরিবেশ। ছাত্রছাত্রীরা হারাচ্ছে তাদের পড়ালেখার উৎসাহ। এসব ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বিপ্লব/চ.প.ই, সিভিল-বি/০১১৮৬
চট্টগ্রাম পলিটেকনিক ইন্সটিটিউট